দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 09 JUL 2007
পৃষ্ঠা ... কলাম ২

শিক্ষা অধিদপ্তরের অমানবিক সিদ্ধান্ত

সারাদেশের সহস্রাধিক শিক্ষক সুবিধা বঞ্চিত

কক্সবাজার অফিস

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অমানবিক এক সিদ্ধান্তের ফলে দীর্ঘদিন থেকে সুবিধাবঞ্চিত রয়েছে অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ। ইতোমধ্যে কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সুযোগ-সুবিধাদি দিয়ে এলেও কক্সবাজারসহ সারাদেশের সহস্রাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা পেনশন ভাতা, ইনক্রিমেন্ট, টাইমস্কেল, পেনশন ও আনুতোষিক সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে জানা গেছে। জানা গেছে, স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তৎকালীন সরকার শিক্ষাব্যবস্থার বেহাল অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য দুর্গম উপকূলবর্তী ও যেখানে শিক্ষক স্বল্পতা ছিল সেই সব এলাকায় এসব নন-মেট্রিক ও নন-ট্রেইন্ড শিক্ষকদের নিয়োগ প্রদান করেছিল। বিশেষ করে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ জেলা, বৃহত্তর সিলেট বিভাগের জেলাসমূহে ও বৃহত্তর কুমিল্লা জেলাসমূহে এসব শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। ১৯৭৩ ইং সালের প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ অধ্যাদেশ ১৯৩-এর ২২নং অধ্যাদেশ জারি করে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকুরী জাতীয়করণ করা হয়। চাকরি জাতীয়করণ করার পর অন্যান্য সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার ন্যায় নন-মেট্রিক ও নন-ট্রেইন্ড শিক্ষক-শিক্ষিকাগণও সকল আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী এ সকল শিক্ষকের বদলীকরণও করে আসছিল সংশ্লিষ্ট শিক্ষা অফিস। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সৈয়দ মুহাম্মদ ওবাইদুল হক ১৯৯১ ইং সালে বেআইনীভাবে ওই সব শিক্ষকের ইনক্রিমেন্ট, টাইমস্কেল, পেনশন ও আনুতোষিক ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধাদি বন্ধ করে দেন। এসব আর্থিক সুবিধাপ্রাপ্তির লক্ষ্যে ওবাইদুল হকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিভিন্ন উপজেলার তৎকালীন শিক্ষা অফিসারের যোগসাজশে মোটা অংকের আর্থিক সুবিধা দাবী করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এভাবে দীর্ঘ ৪ বছর সুবিধাবঞ্চিত থাকার পর ১৯৯৪ সালে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তৎকালীন সেক্রেটারী নুরুল কবিরের এক আবেদনের প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক আবদুস সোবহান ওবাইদুল হককে ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি উক্ত প্রজ্ঞাপন অবৈধ বলে স্বীকার করেন। পরে মহাপরিচালকের লিখিত এক চিঠির মাধ্যমে বান্দরবান জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে ওই সব শিক্ষক-শিক্ষিকার ইনক্রিমেন্ট, টাইমস্কেল, পেনশন ও আনুতোষিক সুবিধাদি প্রদানের নির্দেশ দেন।

এভাবে দীর্ঘ ১৯৯৪ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত উক্ত শিক্ষকরা বিধি মোতাবেক সকল আর্থিক সুবিধা ভোগ করে এলেও ১৯৯৭ সালে ওই সব যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকার ইনক্রিমেন্ট, টাইমস্কেল, পেনশন ও আনুতোষিক সুবিধাদি আজ পর্যন্ত বন্ধ থাকায় সুবিধা বঞ্চিত হয়ে পড়ে দেশের সহস্রাধিক শিক্ষক। কিন্তু ইতোমধ্যে ২০০১ সালে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা সহকারী শিক্ষিকা পূর্নবালা চাকমা ও আশীষ কুমার চৌধুরীকে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা থাকলেও এ দু'জনের বেলায় তা মানা হয়নি কেন তা নিয়ে নানান প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এভাবে উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে শুরু করে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের পেছনে পেছনে ঘুরতে গিয়ে জীবনের সঞ্চিত যা ছিল তাও হারিয়ে পথে বসেছে অনেক শিক্ষক। অবসর গ্রহণের পর পেনশন ও আনুতোষিক সুবিধা না পেয়ে মারা গেছেন অনেক শিক্ষক। আবার অনেক শিক্ষক অসহায় হয়ে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছেন চিকিৎসা খরচ না পেয়ে। এসব শিক্ষক অবসর জীবনে চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করছেন বলে জানা গেছে।